কমিউনিজম এবং মানবতাবাদ

অভিজিৎ রায়
E-mail: charbak_bd@yahoo.com

www.mukto-mona.com

> "I am completely at a loss to understand how it came about that some people who are both humane and intelligent could find something to admire in the vast slave camp produced by Stalin." -- Betrand Russell

সেতারা হাসেম তার বিগত লেখাগুলোতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারনা করেছেন; তবে আমি তার সকল বক্তব্যের সাথে একমত নই। এতে অসুবিধার কিছু নেই। সবাই সব বক্তব্যের সাথে কখনই একমত হবেন না, এটাই স্বাভাবিক। আমার লেখার সাথেও সেতারা হাসেমের অনেক জায়গায় দ্বিমত থাকবে, এটাও জানি। তবু বিষয়গুলো প্রয়োজনীয় মনে করায় বলতে হচ্ছে।

আমি শুরু করছি সেতারা হাসেমের একটি বক্তব্য থেকে। সেতারা হাসেম বলতে চাইছেন যে, কমিউনিজম যেহেতু শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য তৈরী হয়েছে, তাই কমিউনিজমের নামে হত্যা 'জায়েজ'! বলেছেন, স্টালিনের হত্যার সাথে হিটলারের হত্যার নাকি পার্থক্য রয়েছে। এই ব্যাপারটি আলোচনা করবার আগে জানা দরকার 'শোষিত মানুষের' মুক্তির কথা বলে কমিউনিজম আসলে সারা পৃথিবীতে কত মানুষ মেরেছে -

1. Stalin of Russia -Murdered approx 50 Million human beings

2. Mao of China- Murdered 30 Million human being

3. Pol Pot of Cambodia -Murdered 1/3 rd of his own countrymen

আসলে কমিনিজমের নামে সারা পৃথিবী জুড়ে ১১০ মিলিয়নেরও বেশী লোককে সময় সময় হত্যা করা হয়েছে। ব্যাপারটাকে বুঝবার জন্য আমি একটি সামান্য একটা পরিসংখ্যান উল্লেখ করছি-

With this understood, the Soviet Union appears the greatest megamurderer of all, apparently killing near 61,000,000 people. Stalin himself is responsible for almost 43,000,000 of these. Most of the deaths, perhaps around 39,000,000 are due to lethal forced labor in gulag and transit thereto. Communist China up to 1987, but mainly from 1949 through the cultural revolution, which alone may have seen over 1,000,000 murdered, is the second worst megamurderer. Then there are the lesser megamurderers, such as North Korea and Tito's Yugoslavia.

Obviously the population that is available to kill will make a big difference in the total democide, and thus the annual percentage rate of democide is revealing. By far, the most deadly of all communist countries and, indeed, in this century by far, has been Cambodia under the Khmer Rouge. Pol Pot and his crew likely killed some 2,000,000 Cambodians from April 1975 through December 1978 out of a population of around 7,000,000. This is an annual rate of over 8 percent of

the population murdered, or odds of an average Cambodian surviving Pol Pot's rule of slightly over just over 2 to 1

এখন শোষিত মানুষের মুক্তি ঘটাতে এত লোকের প্রাণহানি ঘটাতে হয় তবে বলতেই হয় সিস্টেমটি খুবই বিপদজনক। এবার এই পরিসংখ্যানটিকে হিটলারের Holocaust এর সাথে তুলনা করুন - খুব একটা অতিরঞ্জিত কিছু মনে হবে না! একজন কমিউনিস্ট 'শোষিত মানুষের মুক্তির' জন্য মানুষ মারায় কোন অন্যায় দেখেন না, ঠিক যেমনি একজন জ্বেহাদী সৈন্য 'আল্লাহর আইন' প্রতিষ্ঠায় কাফির-মুনাফিকদের হত্যায় কোন অপরাধবোধে ভুগেন না। ব্যাপারটি খুবই ভয়াবহ। কোন বিশ্বাস যদি কাউকে মানুষ মারায় উদ্বুদ্ধ করে তা মানবতার পরিপন্থী - এই ব্যাপারটা আমাদের সবার বুঝতে হবে। আমরা হিউম্যানিস্টরা যে কোন ধরনের গনহত্যার বিরোধী -সেটা পুজিবাদের নামেই হোক, ধর্মের নামেই হোক বা কমিউনিজমের নামেই হোক। আমাদের কাছে একটা ইউটোপিয়ান বিশ্বাসের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশী।

অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার যে তত্ত্ব মার্ক্স -এঙ্গেলস দিয়েছেন -এটি অনেকেই মনে করেন এক ধরনের 'ইউটোপিয়ান ফ্যান্টাসি' ছাড়া কিছু নয়। তারা বিভিন্ন সময়ে তাদের তত্ত্বে 'সায়েন্টিফিক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যা পরবর্তীতে বিপুলভাবে সমালোচিতও হয়েছে। মার্ক্স ভেবেছিলেন পুজিবাদি শোষনে নিষ্পেষিত হতে হতে শ্রমিক শ্রেনী একসময় বিপ্লব শুরু করবে। কমিউনিস্টরা ভাবেন সব সমাজেই এই বিপ্লব অনিবার্য। এই বিপ্লবের ধারণাকে সমাজতন্ত্রে খুব উঁচু আসনে বসিয়ে রাখা হয়েছে। বিপ্লবের মাধ্যমে শোষিত শ্রেনী ক্ষমতা দখল করবে আর শোষিতদের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। এটা নাকি হতেই হবে। এই বিপ্লবের ধারণায় বশবর্তী হয়ে কিছু মানুষ একসময় full-fledged civil war এ জড়িয়ে পড়েছে - যা শুধু একটি সমাজ -ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, আক্রান্ত করেছে সারা পৃথিবীকেই। কিন্তু মার্ক্সের এই বিপ্লবাত্মক ধারণাকে অনেকেই আবার অতিমাত্রায় Radical বলে সমালোচনা করেছেন। বিপ্লবের মাধ্যমেই ক্ষমতা দখল করতে হবে কেন? কারণ মার্ক্সের থিওরী বলে যে, পুজিবাদী শক্তি শ্রমিক শ্রেনীর কখনও কল্যাণ চাইতে পারে না। আর অব্যাহত পুজিবাদী শোষণ

থেকে মুক্ত হতে হলে বিপ্লবই নাকি একমাত্র পরিনতি। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে এই থিওরী সব জায়গায় কাজ করে না। আজকে ওয়েল ফেয়ার স্টেট গুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, শ্রমিকেরা বিপ্লবের পথে যাওয়ার কথা চিন্তা করে না। কারণ, তারা সেখানে ভাল আছে। তাদের মাথাপিছু উপার্জন কমিউনিস্ট নামধারী রাষ্ট্রগুলোর চেয়ে অনেক অনেক বেশী, আর সামাজিক আর অর্থনৈতিক জীবনেও তারা আনেক সুবিধা পায়। এমনকি চাকরী চলে গেলে শ্রমিকদের বেকার ভাতা দিচ্ছে, পরিবারের ভরণ-পোষনেরও দায়িত্ব নিচ্ছে তথাকথিত পুজিবাদী রাষ্ট্রগুলো। আজকের জাপান, সিঙ্গাপুর, আমেরিকা আর পশ্চিম ইউরোপের দেশ গুলোর দিকে তাকালে বোঝা যায়, কমিউনিস্টরা যা পারেনি, তাই পেরেছে এই পুজিবাদী রাষ্ট্রগুলো অব্যাহতভাবে মুক্তবুদ্ধি, মানবতাবাদ আর যুক্তিবাদের চর্চা করে।

সেতারা হাসেম প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সাথে মার্ক্সবাদের পতনকে এক করতে চান না। কিন্তু অনেকেই হয়ত তার মতের সাথে একমত হবেন না। আমাদের বুঝতে হবে, রাশিয়ার পতনের পেছনে গোড়া চার্চের কোন ভূমিকা নেই। ভূমিকা আছে যুক্তিবাদী আর মানবতাবাদী মানুষজনেরই। আদ্রে শাখারভের মত বিজ্ঞানীরা কেন ধীরে কমিউনিজমের বিরোধী হয়ে উঠলেন তা সেতারা হাসেমকে বুঝতে হবে। এখানে মার্কিন পুঁজিবাদ কোন কাজ করেনি। তারাই বরং ভিতর থেকে দেখেছিলেন কমিউনিজমের নিষ্ঠুরতা। কমিউনিজম নামক Dogmaর মাধ্যমে স্ট্যালিন বিজ্ঞানকেও নিয়ন্ত্রন করতে চাইছিলেন এক সময়। মানুষের জীবন গঠনে পরিবেশের পাশাপাশি বংশগত জীনও যে গুরুত্ব পূর্ণ ভুমিকা রাখে তখন রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা সবে মাত্র বুঝতে শুরু করেছেন। কিন্তু এই ব্যাপারটা মার্ক্সের তত্ত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে স্ট্যালিনের তা পছন্দ হল না। স্ট্যালিন এই জীন নিয়ে গবেষনা ঠেকাতে লায়সেঙ্কু(Lysenko)র মত হাতুরে বিজ্ঞানীকে প্রমোট করলেন। লায়সেঙ্কুকে Institute of Genetics of the Soviet Academy of Sciences এর প্রধান করা হল ১৯৩৭ সালে। লায়সেঙ্কু নিও-মেন্ডেলিজমের বিরোধী ছিলেন, এবং বংশগতিকে অস্বীকার করতেন। উনি জিনের ভুমিকাকে অস্বীকার করে শুধুমাত্র পরিবেশের ভুমিকাকে একমাত্র কারণ দেখিয়ে নিজস্ব তত্ত্ব দিতে শুরু করলেন। Soviet Central

Committee ১৯৩৮ সালে লায়সেঙ্কুর মতবাদকে সরকারী ভাবে মার্ক্সের তত্ত্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে ঘোষনা করল। এর পর থেকেই তার নেতৃত্বে রাশিয়ার সমস্ত বিজ্ঞানীদের সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় হেনস্থা করা শুরু হল - যারা লায়সেঙ্কুর মতবাদে সন্দেহ পোষন করেছিলেন। Nikolaj Ivanovich Vavilov (1887-1943) এর মত বিজ্ঞানীকে (যিনি Genetics Institute of the Academy of Sciences এর Director ছিলেন) তার কাজ থেকে সরিয়ে দেয়া হল, বন্দী করা হল আর অবশেষে GULAG এ হত্যা করা হল। এ ধরনের হাজারো ঘটনা ঘটেছে যে গুলোকে কেবলমাত্র শোষন মুক্তির অজুহাত দেখিয়ে বৈধতা দেওয়ার কোন অবকাশ নেই। এজন্যই বোধহয় বার্টরান্ড রাসেল Why I am not a communist' প্রবন্ধে বলেছেন -

> Marx's doctrine was bad enough, but the developments which it underwent under Lenin and Stalin made it much worse. Marx had taught that there would be a revolutionary transitional period following the victory of the proletariat in a civil war and that during this period the proletariat, in accordance with the usual practice after a civil war, would deprive its vanquished enemies of political power. This period was to be that of the dictatorship of the proletariat. It should not be forgotten that in Marx's prophetic vision the victory of the proletariat was to come after it had grown to be the vast majority of the population.
>
> The dictatorship of the proletariat therefore as conceived by Marx was not essentially anti-democratic. In the Russia of 1917, however, the

proletariat was a small percentage of the population, the great majority being peasants. it was decreed that the Bolshevik party was the class-conscious part of the proletariat, and that a small committee of its leaders was the class-conscious part of the Bolshevik party. The dictatorship of the proletariat thus came to be the dictatorship of a small committee, and ultimately of one man - Stalin. As the sole class-conscious proletarian, Stalin condemned millions of peasants to death by starvation and millions of others to forced labour in concentration camps. He even went so far as to decree that the laws of heredity are henceforth to be different from what they used to be, and that the germ-plasm is to obey Soviet decrees but that that reactionary priest Mendel. I am completely at a loss to understand how it came about that some people who are both humane and intelligent could find something to admire in the vast slave camp produced by Stalin.

সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে - একথা স্বীকার না করলেও আগের মত রমরমা ভাবটি নেই - এটা বলতেই হবে। হাতে গোনা দু-চারটি দেশ ছাড়া কমিনিজমের কেউ চর্চা এখন করে না। অথচ সেতারা হাসেম তার পূর্ব্ববর্তী লেখায় বলেছেন পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মানুষ নাকি সমাজ তন্ত্রের আওতাধীন। উদাহরন হিসেবে চীন, কিউবা, ভিয়েতনাম ও উত্তর কোরিয়াকে হাজির করেছেন। ব্যাপারটাকে এভাবে দেখানো সত্যের অপলাপ। চীন কি ভয়ঙ্কর ভাবে পুজিবাদের দিকে এগোচ্ছে তা আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি। আধুনিক বিশ্বে পুজিবাদ ক্রমশই বিকশিত হচ্ছে; অথচ সেতারা হাসেম বলে

চলেছেন - বর্তমানে নাকি পুজিবাদ ভাঙ্গার প্রক্রিয়াধীন। এ ভাবে দেখাটা আসলে গায়ের জোড়ে পাহাড় ঠেলার মতন। সমাজতন্ত্র নয় - পুজিবাদেরই বরং এখন রমরমা সময় চলছে। এটা বলার অর্থ অবশ্য এই নয় যে আমি পুজিবাদের সমর্থক বনে গেলাম। ঠিক যেমন - উপমহাদেশে সাম্প্রতিককালে সাম্প্রদায়িকতা বাড়ছে - এটা বললে কেউ নিজেই সাম্প্রদায়িক হয়ে যায় না - বরং সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

সেতারা হাসেম তার পূর্ববর্তী লেখায় নাস্তিকদের (মুক্তমনাদের) উদ্দেশ্যে অহেতুক বিষেদ্গার করেছেন, যার কোন প্রয়োজন ছিল না। উনি বলেছিলেন, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের চর্চা না করলে নাকি 'প্রগতিশীল' হওয়া যায় না। আমি বলেছিলাম এটি একটি যুক্তিহীন কথা। সম্ভবত কমিউনিজমের প্রতি অন্ধ অনুরাগের কারণেই এটি বলেছেন তিনি। বার্টরান্ড রাসেল, থমাস পেইন, আর্থার ক্লার্ক, মেঘনাদ সাহা, জেমস র‍্যান্ডি, পল কুরৎস, আব্রাহাম কোভুর, রিচার্ড ফেইনম্যান, কবীর চৌধুরী, সুফিয়া কামাল, জাহানারা ইমাম, বিদ্যাসাগর - এরা কেউই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের চর্চা করেন নি কখনও। তাতে কি তাদের প্রগতিশীল হতে বাঁধা হয়েছে? সেতারা হাসেম সেদিকে না গিয়ে আবারো পরবর্তী লেখায় মুক্তমনাদের বিষেদ্গার করেছেন, ধর্মবিদ্বেষী বলেছেন । আমি প্রায়শঃই দেখি কাউকে islam basher, religion basher ইত্যাদি বলে গালাগালি দেওয়া হয়। Basher শব্দটা আমার মোটেই মনপুতঃ নয় - সেটা ইসলাম ব্যাশারই হোক আর ইন্ডিয়া ব্যাশারই হোক। যা সমালোচনার যোগ্য, তার তো সমালোচনা করতেই হবে; Bashing এর তো কিছু দেখছি না। আমি একবার আবিদের একটি লেখার উত্তরে বলেছিলাম -

> ধর্মগ্রন্থগুলো আসলে কি ধরনের নৈতিকতা শিখাছে? কোরাণের কথাই ধরা যাক। কোরাণ মুমিন ভক্তদের শেখাছে যেখানেই অবিশ্বাসীদের পাওয়া যাক তাদের হত্যা করতে (সূরা ২:১৯১, ৯:৫), তাদের সাথে স'ঘাতে লিপ্ত হতে, কঠোর ব্যবহার করতে (সূরা ৯:১২৩), আর যুদ্ধ করে যেতে (সূরা ৮:৬৫)। কোরাণ শেখাছে বিধর্মীদের অপদস্ত করতে আর তাদের উপর জিজিয়া কর আরোপ করতে (সূরা ৯:২৯)। কোরাণ অন্য সকল ধর্মের অনুসারীদের কাছ থেকে ধর্মীয় স্বাধীনতার নির্যাসটুকু কেড়ে নিয়ে সোচারে ঘোষণা করছে যে ইসলামই হছে একমাত্র

মনোনীত ধর্ম (সূরা ৩:৮৫)। এটি অবিশ্বাসীদের দোজখে নির্বাসিত করে (সূরা ৫:১০), এব' 'অপবিত্র' বলে সম্বোধন করে (সূরা ৯:২৮); মুসলিমদের ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আদেশ করে যত ক্ষণ পর্যন্ত না অন্য সকল ধর্মকে সরিয়ে ইসলামী রাজত্ব কায়েম হয় (সূরা ২:১৯৩)। কোরাণ বলছে যে শুধু ইসলামে অবিশ্বাসের কারণেই একটি মানুষ দোজখের আগুনে পুড়বে আর তাকে সেখানে পান করতে হবে পুঁতি দুর্গন্ধ ময় পূঁজ (সূরা ১৪:১৭)। এই 'পবিত্র' গ্রন্থটি অবিশ্বাসীদের হত্যা করতে অথবা তাদের হাত পা কেটে ফেলতে প্ররোচিত করছে, দেশ থেকে আপমান করে নির্বাসিত করতে বলছে আর ভয় দেখাছে এই বলে যে- 'তাদের জন্য পরকালে অপেক্ষা করছে ভয়ানক শাস্তি' (সূরা ৫:৩৪)। আরও বলছে, 'যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে যাতে ওদের চামড়া আর পেটে যা আছে তা গলে যায়, আর ওদের পেটানোর জন্য থাকবে লোহার মুগুর' (সূরা ২২:১৯)। কী ভয়ানক!

কোরাণ ইহুদী এবং নাসারাদের সাথে বন্ধুত্বটুকু করতে পর্যন্ত নিষেধ করছে (সূরা ৫:৫১), এমনকি নিজের পিতা বা ভাই যদি আবিশ্বাসী হয় তাদের সাথে সম্পর্ক না রাখতে উদ্বুদ্ধ করছে (সুরা ৯:২৩, ৩:২৮)। আল্লাহ তার কোরাণে পরিস্কার করেই বলছে - আল্লা-রসুলে যাদের বিশ্বাস নেই, তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড (সূরা ৪৮:১৩)। ইসলামে অবিশ্বাস করে কেউ মারা গেলে কঠোর ভাবে উচারিত হবে - 'ধর ওকে, গলায় বেড়ি পড়াও এবং নিক্ষেপ কর জাহান্নামে আর তাকে শৃংখলিত কর সত্তুর হাত দীর্ঘ এক শৃ'খলে' (সুরা ৬৯:৩০-৩৩)। মহানবী সবসময়ই আল্লাহর নামে যুদ্ধ করতে সবাইকে উৎসাহিত করেছেন সাফাই গেয়েছেন এই বলে - 'এটা আমাদের জন্য ভালই, এমনকি যদি আমাদের অপছন্দ হয় তবুও' (সুরা ২:২১৬), তারপর উপদেশ দিয়েছেন - 'কাফেরদের গর্দানে আঘাত কর' আর তারপর তাদের উপর রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবার নির্দেশের পর বলেছেন অবশিষ্টদের ভালভাবে বেঁধে ফেলতে (সুরা ৪৭:৪)। পরমকরুনাময় আল্লাহতালা এই বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন - 'কাফেরদের হৃদয়ে আমি গভীর ভীতির সঞ্চার করব' এব' বিশ্বাসীদের আদেশ করেছেন কাফেরদের কাঁধে আঘাত করতে আর হাতের সমস্ত আ'গুলের ডগা ভেঙ্গে দিতে (সূরা ৮:১২)

আল্লাহ জ্বিহাদকে মুমিনদের জন্য 'আবশ্যিক' (mandatory) করেছেন আর সতর্ক করেছেন এই বলে -'তোমরা যদি সামনে না এগিয়ে আস (জ্বিহাদের জন্য) তবে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে মর্মন্তুদ শাস্তি'(সুরা ৯:৩৯)। আল্লাহ তার পেয়ারা নবীকে বলছেন, 'হে নবী, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে স'গ্রাম কর আর কঠোর হও- কেননা, জাহান্নামের মত নিকৃষ্ট আবাস স্থলই হল তাদের পরিনাম' (সুরা ৯:৭৩)।

হিন্দু ধর্মকে ইসলাম থেকে কোন অর্থেই ভাল বলবার জো নেই। যে জাতিভেদ প্রথার বিষ-বাষ্প প্রায় তিন হাজার বছর ধরে কুড়ে কুড়ে ভারতকে খাছে তার

প্রধান রূপকার সয়ং ঈশ্বর। মনুসংহিতা থেকে আমরা পাই- মানুষের সমৃদ্ধি কামনায় পরমেশ্বর নিজের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য, আর পা থেকে শুদ্র সৃষ্টি করেছিলেন (১:৩১)। বিশ্বাসীরা জোর গলায় বলেন, ঈশ্বরের চোখে নাকি সবাই সমান! অথচ, ব্রাহ্মণদের মাথা থেকে আর শুদ্রদের পা থেকে তৈরী করার পেছনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যটি কিন্তু বড় ই মহান! শুদ্র আর দলিত নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের প্রতি তাই 'ঈশ্বরের মাথা থেকে সৃষ্ট উঁচু জাতের' ব্রাহ্মণদের দুর্ব্যবহারের কথা সর্বজনবিদিত। সমস্ত বড়লোকের বাসায় এখনও দাস হিসেবে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের নিয়োগ দেয়া হয়। মনু বলেছেন- দাসত্বের কাজ নির্বাহ করার জন্যই বিধাতা শুদ্রদের সৃষ্টি করেছিলেন (৮:৪১৩)। এই সমস্ত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বাসার সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে চলে যাওয়ার পর গঙ্গা-জল ছিটিয়ে গৃহকে 'পবিত্র' করা হয়। আর হবে নাই বা কেন ! তারা আবার মানুষ নাকি? তারা তো অছুৎ! শ্রী এম.সি.রাজার কথায়, 'আপনি বাড়ীতে কুকুর-বিড়ালের চাষ করতে পারেন, গো-মুত্র পান করতে পারেন, এমনকি পাপ দূর করার জন্য সারা গায়ে গোবর লেপতে পারেন, কিন্তু নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ছায়াটি পর্যন্ত আপনি মারাতে পারবেন না' ! এই হচ্ছে হিন্দু ধর্মের নৈতিকতা! এমন কি হিন্দু ধর্মের দৃষ্টিতে শুদ্রদের উপার্জিত ধন সম্পত্তি তাদের ভোগের ও অধিকার নেই। সব উপার্জিত ধন দাস-মালিকেরাই গ্রহণ করবে -এই ছিল মনুর বিধান - 'ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিত স্বং ভর্ত্তৃহার্যধনো হি সঃ' (৮:৪১৬)। শুদ্ররা ছিল বঞ্চণার করুনতম নিদর্শন; তাদের না ছিল নাগরিক অধিকার, না ছিল ধর্মীয় বা অর্থনৈতিক অধিকার। শুদ্রদের যাতে অন্য তিন বর্ণ থেকে আলাদা করে চেনা যায় এব' শুদ্ররা যেন প্রতিটি মুহূর্তে মনে রাখে যে তিন বর্ণের মানুষের ক্রীতদাস হয়ে সেবা করবার জন্যই তাদের জন্ম। তিন বর্ণের মানুষদের থেকে শুদ্ররা যে ভিন্নতর জীব, মনুষ্যেতর জীব তা জানানোর জন্য প্রতি মাসে মাথার সব চুল কামিয়ে ফেলবার নির্দেশ দিয়েছেন মনু (৫:১৪০)।

আসলে এই সব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম আদিম মানুষের সাম্যের সমাজকাঠমোর ভিত উপড়ে ফেলে প্রতিষ্ঠা করেছিল অসাম্যের সমাজের, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের। ধর্মই তৈরী করেছিল হুজুর-মুজুর শ্রেনীর কৃত্রিম বিভাজনের; প্রতিষ্ঠা করেছিল সামাজিক আর অর্থনৈতিক শোষণের। এই শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবার জন্যই ব্রাহ্মণেরা প্রচার করেছিল - ধর্মগ্রন্থগুলো সয়ং ঈশ্বরের মুখ-নিসৃত। মানুষে মানুষে বিভেদ নাকি ঈশ্বর-নির্দেশিত !

সেতারা হাসেম কি উপরের সত্যগুলো অস্বীকার করতে পারবেন? আমি আরো লিখেছিলাম -

'হিউম্যানিস্টরা কেন ধর্মগ্রন্থগুলোর সমালোচনা করেন? সমালোচনা করেন কারণ তা সমালোচনার যোগ্য, তাই। কোন কিছুই তো আসলে সমালোচনার উ র্ধ্বে নয়- তা সে অর্থনীতি বা পদার্থবিজ্ঞানের নতুন কোন তত্ত্বই হোক, বা আল্লাহর 'মহান' বাণীই হোক। সমালোচনার একটি বড় কারণ হল, ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে

বিরাজমান নিষ্ঠুরতা। ধর্মগ্রন্থগুলি তো আর গীতাঞ্জলি বা সঞ্চিতার মত নির্দোষ কাব্যসমগ্র নয় যে অবসর সময়ে শুয়ে শুয়ে কাব্য চর্চা করলাম আর তারপর আলমারীর তাকে তুলে রেখে দিলাম ! ধর্মগ্রন্থগুলিতে যা লেখা আছে তা ঈশ্বরের বাণী হিসেবে পালন করা হয় আর উৎসাহের সাথে সমাজে তার প্রয়োগ ঘটান হয়। আবিদ সাহেবরা কি কখনও ভেবে দেখেছেন বেদের সতীদাহকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এক সময় কত হাজার হাজার বিধবাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে? আবিদ সাহেবের অবগতির জন্য জানাই, শুধুমাত্র ১৮১৫ সাল থেকে ১৮২৬ সালের মধ্যে সতীদাহের স্বীকার হয়েছে ৮১৩৫ জন জন নারী। এই তো সেদিনও - ১৯৮৭ সালে রূপ কানোয়ার নামে একটি মেয়েকে রাজস্থানে পুড়িয়ে মারা হল 'সতী মাতা কী জয়' ধ্বনি দিয়ে। সারা গ্রামের মানুষ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল - কেউ টু শব্দটি করল না। আর করবেই বা কেন? ধর্ম রক্ষা করে হবে না? মহাভারতের কথা শুনলে যেমন পূণ্য হয়, সতী পোড়ানো দেখলেও নাকি তেমনি। ধর্ম যে কি কিরকম নেশায় বুদ করে রাখে মানুষকে, তার জলজ্যান্ত প্রমান এই সতীদাহ। এ জন্যই বোধ হয় Pascal বলেছেন - "Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction." খুবই সত্যি কথা। চিন্তা করুন ব্যাপারটা - জীবন্ত নারী মাংস জ্বলছে, ছটফট করছে, অনেক সময় বেঁধে রাখতে কষ্ট হছে, মাঝে মাঝে পালাতে চেষ্টা করছে - আফিম জাতীয় জিনিস গিলিয়ে দিয়ে লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে আবার চিতায় তুলে দেওয়া হছে - কী চমৎকার মানবিকতা ! ইসলামী বিশ্বে সরিয়ার শিকার হয়ে প্রতিদিনই প্রাণ হারাছে অসহায় সাফিয়া, আমিনারা। কোরাণের আয়াত উদ্ধৃত করে কাফিরদের বিরুদ্ধে রোজই যুদ্ধের হাঁক পাড়ছে বায়তুল মোকারমের 'বিখ্যাত' খতিব।

এগুলো নিত্যদিনকার ঘটনা। এগুলো দেখেই আমরা ব্যথিত হই- প্রতিবাদ করি। অথচ বলা হয় আমরা মুক্ত-মনারা নাকি 'Religion Basher'। সেরকম বললে তো সবাই কোন না কোন কিছু ব্যাশার। যেমন, জিয়াউদ্দিনের মত সদালাপীরা সর্বদাই Mukto-mona Basher, যিনি বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করেন তিনি Creationalism Basher, ফতেমোল্লা শরিয়া Basher, গোলাম আজম হচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধা ব্যাশার, আওয়ামিলীগ হচ্ছে BNP Basher, যে বিজ্ঞানী সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে নতুন তত্ত্ব হাজির করছেন তিনি আবার পূর্ববর্তী তত্ত্ব Basher। একই সূত্র ধরে অনেকে সেতারা হাশেমকে আখ্যায়িত করতে পারেন -'America Basher' হিসেবে। এবং অনেকে করছেনও। Lee Harris তার 'The Intellectual Origins Of America-Bashing' প্রবন্ধে বামপন্থি দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন লোকজনের

ঢালাওভাবে আমেরিকা বিদ্বেষের পেছনে মার্ক্সের Radical Philosophy কে দায়ী করেছেন। তিনি বলেন -

> America-bashing is anti-Americanism at its most radical and totalizing. Its goal is not to advise, but to condemn; not to fix, but to destroy. It repudiates every thought of reform in any normal sense; it sees no difference between American liberals and American conservatives; it views every American action, both present and past, as an act of deliberate oppression and systemic exploitation. It is not that America went wrong here or there; it is that it is wrong root and branch. The conviction at the heart of those who engage in it is really quite simple: that America is an unmitigated evil, an irredeemable enormity. ...
>
> The belief that mankind's progress, by any conceivable standard of measurement recognized by Karl Marx, could be achieved through the destruction or even decline of American power is a dangerous delusion. Respect for the deep structural laws that govern the historical process — whatever these laws may be — must dictate a proportionate respect for any social order that has achieved the degree of stability and prosperity the United States has achieved and has been signally decisive in permitting other nations around the world to achieve as well. To ignore these facts in favor of surreal ideals and utterly utopian fantasies is a sign not merely of intellectual bankruptcy, but of a disturbing moral immaturity. ..."

সেতারা হাসেম তার দৃষ্টিভঙ্গিকেই সেকুলার বলেছেন। আর বলেছেন মুক্তমনারা সব মৌলবাদী। অনেকেই হয়ত তার ঢালাও বক্তব্যের সাথে একমত হবেন না। যেমন হননি Daniel G. Jennings. তিনি তার 'The Cultural Left: Making the World Safe for Fundamentalism' প্রবন্ধে বলেছেন -

The Cultural Left's belief system is a threat to secularism on many levels, but three reasons stand out above all others:

1.) extreme relativism,
2.) hostility to traditional Western culture ("America is the root cause"), and,
3.) the view that academia, scholarship, education, science, culture and the arts are nothing but weapons for use in political and ideological warfare.

তিনি তার প্রবন্ধ শেষ করেছেন এই বলে -'The time has come for secularists to stand up and take back our culture from the Cultural Left. If we don't, we may find ourselves living in a dark age of superstition, bigotry and faith thanks to those who call themselves "intellectuals" in our day and age.'

ধর্মকে মানবিক বলে লাগাতার প্রচারের যে চেষ্টা বর্তমানে ব্যাপকতা পেয়েছে সেতারা হাসেমের সাম্প্রতিক লেখাগুলোতে তা মুলতঃ অন্তঃসারশুন্য প্রচারমাত্র। ধর্মের অমানবিক অনুশাসনগুলোই যেখানে শোষন ব্যবস্থা বজায় রাখার সহায়ক, সেখানে ধর্ম নয় শুধু ধর্মের অপব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে লিখবার আহ্বান বিষবৃক্ষকে বাচিয়ে রেখে মগডালে কাঁচি চালাবার মতন - এ কথা ভিন্নমতেই এক লেখক লিখে গেছেন। স্বপন বিশ্বাস সম্প্রতি বলেছেন - ধর্মের কুলিংগিতে কি রত্ন লুকানো আছে তাও উদঘাটন করা দরকার তা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ দিয়েই হোক আর ইন্টারনেট দিয়েই হোক। খুবই সত্য কথা। ভারত তথা পৃথিবীর ইতিহাসে অধুনিক যুক্তিবাদের যে বীজাঙ্কুর রোপিত হয়েছিল চার্বাক দর্শনের মাধ্যমে, ইন্টারনেট আসার ফলে তা বহুগুনে ত্বরান্বিত হয়েছে। এতদিন বাংলাদেশে বসে শাস্ত্রীয় সঙ্গিত শোনার মত চোখ

বুজে ঢুলু ঢুলু চোখে তাদের বিশ্বাসের স্বপক্ষে একপেশে বক্তব্যই শুনতেন তারা। অনেকটা মৌলানা সাইদীর ওয়াজ শোনার মত। মুক্তমনা আর ভিন্নমতের মত সাহসী কিছুওয়েব সাইট তৈরী হওয়ার ফলে কিছু বিপরীত কথাও হজম করতে হচ্ছে তাদের প্রতিনিয়ত। তারা বুঝেছেন, কিছু লোকজন পৃথিবীতে আছে যারা বিনা বাক্য ব্যয়ে এই 'গুরু-বাক্য' মেনে নেয় না, প্রমাণ চায়, যুক্তি দিয়ে বিচার করতে চায়। বিরোধটা এখানেই। যুক্তির সাথে বিশ্বাসের। এখন বিরাট একটা প্রগতিশীল অংশ শুধু 'সদালাপ' শুনে বা আধ্যাত্মিক কুসংস্কারের কাঁথা জড়িয়ে উষ্ণতার স্বাদ নেয় না, তাদের একটা অংশ বরং কুসংস্কার-বিরোধিতার মধ্যে প্রগতির উত্তাপকে অনুভব করে; জীবনের উত্তাপকে অনুভব করে। জনমানসের এমন উত্তরণ একদিনে হয়নি। এটা হয়ে ওঠার ব্যাপার। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটু একটু করে হয়ে ওঠার ব্যাপার। আম জনতা তো আর বোকা নয় - চোখের সামনে ৯/১১ এর মত বড় ঘটনা ঘটতে দেখল, গুজরাতে গনহত্যা দেখল - এখন সরিয়ার কষাঘাতে অসহায় সাফিয়া আর আমিনাদের অবস্থা দেখছে - আর প্রতিদিনই দেখছে হাজার হাজার জ্বেহাদী কর্মকান্ড - এরপরও 'অমুক ধর্ম শান্তির ধর্ম', 'তমুক কিতাব বিজ্ঞানময়', বা 'অমুক প্রচারক সর্বশ্রেষ্ঠ মানব' বলে বলে ফ্যানা তুলে ফেললেই অনেকেই এখন আর সেই অমৃত গিলছে না। নিঃসন্দেহে অমৃতে অনভ্যাস গড়ে তুলবার পেছনে মুক্তমনাদের লাগাতার সংগ্রামকে অস্বীকার না করে উপায় নেই। মুক্ত-মনাদের আন্দোলনের তরীতে এখন জোয়ারের টান; পালে দখিনা হাওয়া। তর তর চলমান আন্দোলনে প্রতিদিনই সরিক হচ্ছে আমজনতার প্রগতিশীল অংশ। সমাজ কাঠামোর জীর্ণ দেওয়ালে প্রতি মুহূর্তেই নানা দিক থেকে চলছে নোনা ঢেউয়ের লাগাতার আঘাত। অন্ধ-বিশ্বাসের অচলায়তনে ফাটলের রেখা ক্রমশঃ হচ্ছে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর ।

আমরা জানি, যতদিন ধর্ম থাকবে, ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকবে ধর্মের সাম্প্রদায়িক এই সাংগঠনিক রূপটিও কিন্তু বজায় বজায় থাকবে পুরোমাত্রায়। কাজেই যতদিন মানুষের আনুগত্য ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে বিভক্ত হয়ে থাকবে ততদিন তা মানুষকে স্বাধীনভাবে আর বিজ্ঞানসম্মতভাবে নৈতিকতা ও মুল্যবোধ অর্জনে বাঁধা দিবেই। বেহেস্তের লোভে বা ঈশ্বরকে তুষ্ট করার জন্য নয়, মানুষকে ভালবেসে মানুষের জন্য কাজ করার প্রচেষ্টা যদি আন্তরিক হয়,

তবেই গড়ে উঠবে সার্বজনীন মানবতাবাদ । সম্প্রতি এর প্রচেষ্টা শুরুও হয়েছে । ঈশ্বর কেন্দ্রিক মিথ্যার বেসাতি মন থেকে সরিয়ে শুধুমানুষের জন্য মানুষের কাজ করার বাসনা নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে জুড়ে নতুন শতকের আধুনিক মতবাদ হিসেবে এসেছে হিউম্যানিজম। এমনকি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও হিউম্যানিস্টরা অফিস আদালতের ফর্মে বা বিয়ের রেজিস্ট্রেশনে 'হিন্দু' 'মুসলিম' এই শব্দ গুলির পাশাপাশি ধর্মের জায়গায় 'মনুষ্যত্ব' শব্দটি ব্যবহারের আইনি অধিকার আদায় করেছে। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষের একটি চমৎকার উক্তি -

> 'আগুনের ধর্ম যেমন দহন, ছুঁড়ির ধর্ম যেমন তীক্ষ্নতা তেমনি মানুষের ধর্ম হওয়া উচিত মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন। আর সে হিসেবে নামাজ না পড়েও বা শনি শীতলার পুজা না করেও আমরা যুক্তিবাদী নাস্তিকেরাই প্রকৃত ধার্মিক, কারণ আমরা মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ চাই।'

হিউম্যানিজম কেন? কারণ সেতারা হাসেমের মত আমরাও মনে করি নাস্তিকতাবাদ যেহেতু একধরনের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, সেহেতু এই মতবাদ কখনই সুগুন বা সুবৈশিষ্ট বহন করে না। মানবতাবাদী হতে গেলে মানুষকে যেমন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে, তেমনি মানবিক মুল্যবোধ দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করতে হবে। তবেই মানুষের ধর্ম হয়ে উঠবে মনুষ্যত্ব বা মানবতা - দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নয়। প্রকৃত মানবতাবাদী হতে হলে যে কোন নিষ্ঠুর Dogmaর প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করতেই হবে - সেটা কমিউনিজমই হোক আর ইসলাম বা হিন্দু ধর্মই হোক। বিন লাদেন তার নিজস্ব Dogmaর বশবর্তী হয়ে হাজার খানেক ইহুদি নাসারাদের হত্যায় নিজেকে প্ররোচিত করেছে। স্টালিন বা পলপট নাস্তিক হবার পরও লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। কারণ তারা নাস্তিকতার পাশাপাশি আরেকটি জিনিসেরও চর্চা করেছেন- ভয়ঙ্কর একটি Dogmaর; নাম - 'কমিউনিজম'।